নাম: মো: সুমন মিয়া

জন্ম তারিখ: ১১ ডিসেম্বর, ২০০৪

শহীদ হওয়ার তারিখ: ৪ আগস্ট, ২০২৪

ব্যক্তিগত তথ্য:

পেশা: ছাত্র,

শাহাদাতের স্থান : মাগুরা জেলার মহম্মদপুর থানার পাশে অবস্থিত আমিনুর রহমান ডিগ্রী কলেজ

শহীদের জীবনী

৩ আগস্ট ২০২৪ সালে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সমন্বয়কারীরা ঘৃণিত আওয়ামী লীগ সরকারকে পদত্যাগের এক দফা দাবিতে অসহযোগ আন্দোলন ঘোষণা করেন তাছাড়া একে এক দফা আন্দোলন নামেও ডাকা হয়ে থাকে।আন্দোলনে স্বতঃস্ফূর্তভাবে আপামর জনতা অংশগ্রহণ করা ও ব্যাপক গণহত্যার মুখে আওয়ামী লীগ সরকারের পতন নিশ্চিত হওয়ায় একে বাংলাদেশের দ্বিতীয় স্বাধীনতা বলেও অভিহিত করা হয়।৩ আগস্ট কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে জড়ো হয় অগণিত মানুষ, এই অসহযোগ আন্দোলনের ঘোষণা দেওয়া হয়েছিল এখান থেকেই।২০২৪-এ বাংলাদেশে কোটা সংস্কার আন্দোলনের সময় শিক্ষার্থীদের হয়রানি, গণ-গ্রেফতার, আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর গুলিতে শত শত শিক্ষার্থী ও জনসাধারনের মৃত্যু এবং হাজার হাজার ছাত্র-জনতা আহত হওয়ার প্রেক্ষিতে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন সরকারের কাছে নয় দফা দাবি পেশ করে।

উক্ত দাবিগুলো না মেনে গ্রেফতার ও আন্দোলনে বলপ্রয়োগ অব্যহত রাখায় বাংলাদেশের জাতীয় শহীদ মিনারে এক দফা হিসাবে শেখ হাসিনার পদত্যাগ দাবি করে অসহযোগ আন্দোলনের ঘোষণা দেওয়া হয়।বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন ৩ আগষ্টে অনির্দিষ্টকালের জন্য সর্বাত্মক অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দেয়। কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে দেয়া হয় অসহযোগ আন্দোলনের রূপরেখা।রূপরেখাগুলো ছিল:

১।কেউ কোনো ধরনের ট্যাক্স বা খাজনা প্রদান করবেন না।

২।বিদ্যুৎ বিল, গ্যাস বিল, পানির বিলসহ কোনো ধরনের বিল পরিশোধ করবেন না।

৩।সকল ধরনের সরকারি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, অফিস আদালত ও কল কারখানা বন্ধ থাকবে।আপনারা কেউ অফিসে যাবেন না, মাস শেষে বেতন তুলবেন।

৪।শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যক্রম বন্ধ থাকবে।

৫।প্রবাসীরা ব্যাংকিং চ্যানেলে কোনো ধরনের রেমিটেন্স দেশে পাঠাবেন না।

৬।সকল ধরনের সরকারি সভা, সেমিনার, আয়োজন বর্জন করবেন।

৭।বন্দরের কর্মীরা কাজে যোগ দেবেন না।কোনো ধরনের পণ্য খালাস করবেন না।

৮।দেশের কোনো কলকারখানা চলবে না, গার্মেন্টকর্মী ভাই বোনেরা কাজে যাবেন না।

৯।গণপরিবহন বন্ধ থাকবে, শ্রমিকরা কেউ কাজে যাবেন না।

১০।জরুরি ব্যক্তিগত লেনদেনের জন্য প্রতি সপ্তাহের রোববারে ব্যাংকগুলো খোলা থাকবে।

১১।পুলিশ সদস্যরা রুটিন ডিউটি ব্যতীত কোনো ধরনের প্রটোকল ডিউটি, রায়ট ডিউটি ও প্রটেস্ট ডিউটিতে যাবেন না।শুধু থানা পুলিশ নিয়মিত থানার রুটিন ওয়ার্ক করবে।

১২।দেশ থেকে যেন একটি টাকাও পাচার না হয়, সকল অফশোর ট্রানজেকশন বন্ধ থাকবে।

১৩।বিজিবি ও নৌবাহিনী ব্যতীত অন্যান্য বাহিনী সেনানিবাসের বাইরে ডিউটি পালন করবে না।বিজিবি ও নৌবাহিনী ব্যারাক ও কোস্টাল এলাকায় থাকবে।

১৪।আমলারা সচিবালয়ে যাবেন না, ডিসি বা উপজেলা কর্মকর্তারা নিজ নিজ কার্যালয়ে যাবেন না।

১৫।বিলাস দ্রব্যের দোকান, শো রুম, বিপণিবিতান, হোটেল, মোটেল, রেস্টুরেন্ট বন্ধ থাকবে।তবে হাসপাতাল, ফার্মেসি, ওষুধ ও চিকিৎসা সরঞ্জাম পরিবহন, অ্যাম্বুলেন্স সেবা, ফায়ার সার্ভিস, গণমাধ্যম, নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য পরিবহন, জরুরি ইন্টারনেট সেবা, জরুরি ত্রাণ সহায়তা এবং এই খাতে কর্তব্যরত কর্মকর্তা-কর্মচারী পরিবহন সেবা চালু থাকবে।নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের দোকান বেলা ১১টা থেকে ১টা পর্যন্ত খোলা থাকবে।

ঘোষিত এই কর্মসূচি পালনে সারাদেশের মুক্তিকামী জনতা যে যার মত করে আন্দোলনে শরীক হয়।মাগুরা জেলায় ঐদিন শাহাদাতের নাজরানা পেশ করে কয়েকজন বীর যোদ্ধা।তাদের মধ্যে একজন শহীদ সুমন মিয়া।দরিদ্র পরিবারে জন্ম নিলেও শহীদ সুমন মিয়া ছিলেন অমীম সাহসের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।শহীদ সুমন মিয়া ছিল সকলের প্রিয় মুখ।কিশোর এই শহীদ ১১.১২.২০০৪ তারিখে মাগুরা জেলার মহম্মদপুর উপজেলার বালিদিয়া গ্রামে মা-বাবার কোল আলো করে জন্মগ্রহণ করেন।স্থানীয় বালিদিয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয় থেকে এসএসসি পাশ করার পর তিনি মহম্মদপুর বি এম কলেজে ১ম বর্ষ মানবিক শাখায় ভর্তি হন। তিনি স্কুল ও কলেজে বন্ধুদের সকলের প্রিয় ছিলেন।খেলা ধুলায় পারদর্শি হওয়ার কারনে ছাত্র-শিক্ষক সকলেই তাকে ভালোবাসতেন।

যেভাবে শহীদ হয়

ছাত্র জনতার আন্দোলন কোটা সংস্কারের আন্দোলন সারা দেশে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে।ক্রমেই বৈষম্যবিরোধী এই আন্দোলন সকলের প্রাণের দাবিতে পরিণত হয়। ছাত্র জনতার স্বৈরাচার বিরোধী বিক্ষোভ মিছিলে যোগ দেয়ার জন্য শহীদ সুমন মিয়া মায়ের কাছে যেয়ে বিদায় নিয়ে আসেন।তিনি বন্ধুদের আন্দোলনে যোগ দেয়ার জন্য বিভিন্ন ভাবে উদ্বুদ্ধ করতেন।

৪ আগস্ট ২০২৪ তারিখ সকাল ১১ টায় তিনি সহপাঠি ও বন্ধুদের সাথে নিয়ে মাগুরা জেলার মহম্মদপুর থানার পাশে অবস্থিত আমিনুর রহমান ডিগ্রী কলেজের সামনের প্রধান সড়কে বিক্ষোভ মিছিলে অংশগ্রহণ করেন।শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভ মিছিল থেকে মহম্মদপুর থানা পুলিশ ৪ জন ছাত্রকে গ্রেফতার করলে বিক্ষোভ মিছিলটি প্রতিবাদ মিছিলে পরিণত হয়।

সৌজন্যে: বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী

চতুর্দিক থেকে বিপুল সংখ্যক ছাত্র জনতা এসে মিছিলে যেগে দেয়।মিছিলকারীরা গ্রেফতারকৃত ছাত্রদের ছেড়ে দেয়ার জন্য থানা পুলিশকে বার বার অনুরোধ করতে থাকেন কিন্তু পুলিশ তাদের না ছেড়ে বরং ছাত্র জনতার মিছিলের উপর টিয়ারসেল ও গুলি বর্ষন শুরু করে।গুলিতে অসংখ্য লোক আহত হয়ে রাস্তার উপর পড়ে যান।

জনতার প্রতিরোধে এক পর্যায়ে পুলিশ থানা থেকে পালিয়ে যায়।সাধারণ মানুষ থানা ঘেরাও করে গ্রেফতারকৃত ছাত্রদের থানা হাজত থেকে বের করে আনে। পরবর্তিতে সাধারণ জনতা আহতদের উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি করেন।দুপুর ১ টায় ডাক্তার চিকিৎসারত অবস্থায় শহীদ সুমন মিয়াকে মৃত ঘোষণা করেন।সুমন মিয়াকে হারিয়ে শোকে স্তব্দ হয়ে যায় সর্বস্তরের জনতা।

৫ আগস্ট সকালে শহীদ সুমন মিয়ার নামাজে জানাজা সম্পন্ন হয়।জানাজায় হাজার হাজার মানুষ অংশ গ্রহণ করেন।জানাজা শেষে স্থানীয় বালিদিয়া কবরস্থানে শহীদ সুমন মিয়াকে দাফন করা হয়।শহীদ সুমন মিয়ার জন্য এখনো পথ চেয়ে বসে থাকেন শহীদের মা ও প্রিয় বন্ধুরা।তাদের চোখের পানি যেন শেষ হয় না।

শহীদ সম্পর্কে মন্তব্য

শহীদের প্রতিবেশীরা বলেন সুমন মিয়া খুব ভালো ছাত্র ছিলেন।লেখা পড়ার পাশাপাশি তিনি অন্যের বাড়িতে মাঝে মাঝে দিনমজুরীর কাজ করতেন।শহীদ সুমন মিয়ার মা-বাবার বিচ্ছেদের পর উভয়ের পৃথক সংসার আছে।শহীদ সুমন বেশির ভাগ সময় মায়ের কাছে থাকতেন।মাকে বলতেন-আমি লেখা পড়া শেষ করে চাকুরী পেলে তোমার আর কোনো কষ্ট থাকবে না।আমি তোমার ঋণকৃত সব টাকা পরিশোধ করে দিবো।

একনজরে শহীদের পরিচয়

শহীদের পূর্ণ নাম : শহীদ মো: সুমন মিয়া (২০)
পেশা : শিক্ষার্থী, বিএম কলেজ, মোহম্মদপুর
ঠিকানা : বালিদিয়া, মোহম্মদপুর, মাগুরা
জন্ম তারিখ : ১১/১২/২০০৪
পিতা : মো: কানুর রহমান (৫০)
পিতার পেশা : কৃষি
মাতার নাম : মোসা: খাদিজা বেগম (৪৫)
মাতার পেশা : গৃহিণী
শহীদের ভাই বোন : সুমাইয়া খাতুন (২০), মারিয়াম (১৩), হুসাইন (০৮), সিনহা (০২)
পারিবারের সদস্য সংখ্যা : ৬ জন
পারিবারিক আয় : ১০০০০ টাকা
আক্রমণকারী : পুলিশ
আহত হওয়ার সময়কাল : ৪ আগস্ট ২০২৪, বেলা ১১:৩০টা
মৃত্যুর তারিখ ও সময় : ৪ আগস্ট ২০২৪, দুপুর ১টা
শহীদের কবরের অবস্থান : বালিদিয়া কবরস্থান, মোহম্মদপুর

পরামর্শ

১।শহীদদের মা ঋণগ্রস্ত, ঋণ পরিশোধের মাধ্যমে সহযোগিতা করা
২।ছোট ভাই বোনদের পড়ালেখায় সহযোগিতা করা
৩।এককালীন সহযোগিতা